বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনের অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি শরীফ উদ্দিন চাকলাদার
এবং
বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ৩৬৩৭/২০০৯

শিরোনামঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারার বিধান অনুযায়ী রিভিশন মোকদ্দমা।

পক্ষগণ ঃ

খাজা আশারাফ-এর মৃত্যুতে তাহার ওয়ারিশান

বেগম আশরাফুন নেছা গং

---বিবাদী-প্রতিবাদী-দরখাস্তকারীগণ।

-বনাম-

শ্রী আশোক কুমার মন্ডল গং

---বাদী-আপীলকারী-অপরপক্ষগণ।

বিজ্ঞ কৌসুলিগণঃ

জনাব মোঃ সিরাজুল হক সঙ্গে

জনাব মোঃ আশরাফুল হক

--- দরখাস্তকারীপক্ষে।

জনাব এ, জে মোহাম্মদ আলী, সঙ্গে

বেগম রুবাইয়েত হোসেন এবং

বেগম বিলকিস জাহান

--- ১নং অপরপক্ষ।

শুনানী ও রায় প্রদানঃ ১২ ডিসেম্বর, ২০১২।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

অত্র রুলটি উদ্ভব হইয়াছে বগুড়ার বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের বন্টন ৪১/২০০৫ নং আপীলে প্রচারিত ১০/০৮/২০০৯ তারিখের রায় এবং

১২/০৮/২০০৯ তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রির বিরুদ্ধে, যে রায় ও ডিক্রি মূলে বগুড়ার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ (সাব জজ) আদালতের বন্টন ৮৬/১৯৯৫ নং অন্য প্রকার মোকদ্দমায় প্রচারিত ৩০/০৫/২০০০ তারিখের রায় এবং ০৬/০৬/২০০০ তারিখে স্বাক্ষরিত ডিক্রি রদ ও রহিত পূর্বক আপীলটি মঞ্জুর হইয়াছে এবং মূল মোকদ্দমায় বন্টনের ডিক্রি হইয়াছে।

রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অত্র রিভিশনের ২নং অপরপক্ষ বাদী হিসাবে দরখাস্তকারীদের পূর্বসুরিসহ আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে নালিশী সম্পত্তি বন্টনের নিমিত্তে বগুড়ার প্রথম সাব জজ বর্তমানে (যুগ্ম জেলা জজ) আদালতে বাটোয়ারা ৮৬/১৯৯৫ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। পরবর্তীতে ২নং বাদী-১নং অপরপক্ষ-বাদী শ্রেণীভুক্ত হন এবং একইভাবে ১নং বাদীর স্বামী ৪নং বিবাদী মৃত্যুবরণ করায় তাহার ওয়ারিশান ৩-১০নং বাদী শ্রেণীভুক্ত হয়।

বাদী-দরখাস্তকারীর আর্জির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, অত্রাদালতের এলাকাধীন সুত্রাপুর মৌজার সি/এস, ৪০ নং খতিয়ানের সম্পত্তি আঃ সোবহান, ময়মননেছা, ও বছির উদ্দিন নামে অংশ মোতাবেক নালিশী সম্পত্তি রেকর্ড আছে। আঃ সোবহান ২২/১২/২৬ ইং তারিখের ৭৯২৯ নং দলিল মুলে ২০১৬ নং দাগের ০.০৬৫০ শতক সম্পত্তি এবং ০২/১১/৩২ ইং তারিখের ৩৫৫০ নং দলিল মুলে ২০১৫ নং দাগের ০.০১৭৫ শতক সম্পত্তি এবং ২১/০৮/১৯৩৪ ইং তারিখের ৪৪৯১ নং দলিল মুলে বছির উদ্দিনের নিকট হইতে ২০১৭ দাগের .০৩০০ শতক সম্পত্তি ১নং বাদীর মৌরশ শ্রী মৃনাল চন্দ্র খরিদ করে। মৃনাল চন্দ্র স্বত্ব বান

দখলকার থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে স্ত্রী মানিক লতা, দুই পুত্র রবীন্দ্র নাথ ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ ও দুই কন্যা ১ নং বাদী ও ১ নং বিবাদী ওয়ারিশ থাকে। মৃনাল চন্দ্রের স্ত্রী মানিক লতা তাহার অংশের ০.০৩৭৫ সহঃ সম্পত্তি দুই পুত্র রবীন্দ্র নাথ ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ প্রত্যেক ০.০১৮৭৫০ সহঃ এবং দুই কন্যা প্রত্যেক ০.০১৮৭৫০ সহঃ করিয়া সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় মানিক লতা, রবীন্দ্র নাথ ও জ্ঞনেন্দ্র নাথ তাহাদের সাকুল্য অংশ বাদীর মৌরশ রেনু বিলাস মন্ডলের অনুকুলে ১৩/১১/৫৬ ও ২০/৩/১৯৫৭ ইং তারিখের ১৬৮৬৫ ও ৬৩৫৪ নং দলিল মুলে বিক্রি করে। ১ নং বিবাদীনি জ্যোতি প্রভা তাহার অংশের সম্পত্তি ভোগ দখলকালে ২/৩ নং বিবাদীর নিকট দীর্ঘদিন মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত দিয়ে ভোগ দখলকার আছে। শরীকগণ মধ্যে কোন বিভাগ বন্টন না হওয়ায় শরীকগণ এজমালিতে কমবেশী করিয়া ভোগ দখলকার আছে। ১ নং বিবাদীর নিকট বাদীর নিজ অংশ বাবদ পৃথক ছাহাম চাহিলে ১ নং বিবাদী জানায় যে, তাহাদের অংশের মধ্যে হইতে কিছু সম্পত্তি ২/৩ নং বিবাদীর নিকট বিক্রী করিয়াছে। ২ নং বিবাদী জানায় যে, তাহারা ০.৩৭৫ সহঃ সম্পত্তি খরিদ করিয়াছে। ১১/৯/১৯৯৫ ইং তারিখ বাদী লোক মারফৎ রেজিস্ট্রি অফিস অনুসন্ধানে উক্ত বিক্রীর বিষয় সর্বপ্রথম জ্ঞাত হয়। ২৬/৯/১৯৯৫ ইং তারিখ ১ নং বিবাদী বাদীর অংশের সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিতে অস্বীকার করায় নালিশীর কারন উদ্ভব হইয়াছে এবং বাদী অত্র ০৯৩৭৫ সহঃ সম্পত্তি বাবদ বন্টনের প্রাথমিক ডিক্রীর প্রার্থনায় নির্দিষ্ট কোর্ট ফি সহযোগে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে।

অতঃপর উক্ত মোকদ্দমায় ২ ও ৩ নং মূল বিবাদী, বাদীর মোকদ্দমার মূখ্য বিষয় অস্বীকার পূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করেন। যাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, বাদীর মোকদ্দমা বর্তমান আকারে চলিতে পারে না এবং বাদীর মোকদ্দমা তামাদীতে বারিত। লিখিত জবাবের প্রকৃত বিবরণ এই যে, আর্জির তফশীলভুক্ত নালিশী সম্পত্তি মৃণাল চন্দ্রের হস্তান্তর সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি মৃনাল চন্দ্র অভাবে স্ত্রী মানিক লতা দুই পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও রবিন্দ্র নাথ এবং দুই কন্যা বিজলী প্রভা ও জোতি প্রভা ওয়ারিশ থাকে। মানিক লতা অভাবে দুই পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও রবিন্দ্র নাথ এবং দুই কন্যা ওয়ারিশ থাকে।

মানিক লতা, রবীন্দ্র নাথ ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ ২০/৩/১৯৫৭ ইং তারিখের সম্পাদিত ও ২১/৩/১৯৫৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ৬৩৫৩ নং মেয়াদী পাট্টা কবুলিয়ত মুলে নালিশী সম্পত্তির মধ্যে ২০১৭ নং দাগের ০.০২০০ সহ সম্পত্তি বাদিনী বিজলী প্রভার স্বামী রেনু বিলাস মন্ডল অনুকুলে পত্তন দেয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সম্পত্তির স্বত্ব বিক্রী বা হস্তান্তর করে নাই। রবীন্দ্র নাথ ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ তাহাদের অংশের সম্পত্তি সহদরা ভগ্নি ১ নং বিবাদীনি জ্যোতি প্রভা ও ২ নং বিবাদীনি অনুকুলে মৌখিক দান করায় তাহারা এই দেশে ত্যাগ করিয়া ভারত গমন করিয়াছে। নালিশী দাগের ০.০৯২৫ সহ ঃ সম্পত্তি মধ্যে ০.০৪৬২ সহঃ সম্পত্তিতে বাদীনি বিজলী প্রভা স্বত্ববান দখলকার নিযুক্ত থাকে এবং এম, আর, আর জরীপামলে ১ নং বিবাদী জ্যোতি প্রভা ও ৪ নং বিবাদী রেনু বিলাসের নামে ৮০ নং এম, আর, আর খতিয়ান প্রস্তুত হয়। ১ নং বিবাদী তাহার অংশের সম্পত্তিতে সেমী পাকা বাড়ী তৈরী করিয়া বসবাস করিতে থাকে এবং বিক্রির প্রয়োজনে

৩/৫/১৯৬১ ইং তারিখে সম্পাদিত ও ৪/৫/১৯৬১ ইং তারিখে রেজিঃকৃত ৯১৯৬ নং দলির মুলে নালিশী সম্পত্তি মধ্যে ০.০৩৭৫ সহঃ সম্পত্তি ২/৩ নং বিবাদীর নিকট বিক্রি করে। ২/৩ নং বিবাদী খরিদের পর হইতে উক্ত সম্পত্তিতে বসবাস করিতেছে। ২/৩ নং বিবাদী খরিদা সম্পত্তি বাবদ নিজ নাম খারিজ করতঃ খাজনাদী প্রদানে এবং বগুড়া পৌর সভায় পৃথক হোল্ডিং খুলিয়া পৌর কর প্রদানে ভোগ দখলকার আছে। চলমান, জরীপে তাহাদের নামে ০.০৩৭৫ সহ সম্পত্তি বাবদ ৬৯৭০ নং মাঠ খতিয়ান প্রস্তুত হইয়াছে। ২/৩ নং বিবাদী পুরাতন ঘর বাড়ী মেরামত করিয়া নতুন ঘর দরজা নির্মাণ করিয়া বাদীর জ্ঞাত সারে ভোগ দখলকার আছেন। বাদীপক্ষ সম্পত্তি আত্মসাৎ এর জন্য অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। বাদীপক্ষের মোকদ্দমা খরচা সহ খারিজ যোগ্য।

অতঃপর বাদীপক্ষ তাহাদের মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য ৩ (তিন) জন মৌখিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেন এবং যে সকল দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেন তাহা প্রদর্শনী-১, ১/ক-১/ঙ, ২, ২/ক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষ তাহাদের মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য ৩(তিন) জন মৌখিক সাক্ষ্য উপস্থাপনসহ যেসকল দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেন তাহা প্রদর্শনী-ক, খ, গ, ঘ, ঘ/১-ঘ/১০, ঙ, ঙ/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির জন্য ৬টি বিচার্য বিষয় গঠন পূর্বক তাহা আলোচনাক্রমে নিষ্পত্তি সাপেক্ষে বাদীপক্ষ তাহাদের মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে অভিমতে মূল মোকদ্দমাটি খারিজের রায় ও ডিক্রি প্রদান করেন।

উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ২নং পক্ষভুক্ত বাদী বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে বন্টনের ৪১/২০০৫ নং আপীল দায়ের করেন। উক্ত আপীল মোকদ্দমা বিচার নিষ্পত্তির জন্য বগুড়ার বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ দ্বিতীয় আদালতে বদলী হইলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীদের যুক্তি-তর্ক শ্রবণ, বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি পর্যালোচনা পূর্বক আপীলটি মঞ্জুর করেন এবং নিম্ন বিচারিক আদালতে রায় ও ডিক্রি রদ ও রহিত পূর্বক মূল বন্টনের মোকদ্দমায় প্রাথমিক ডিক্রি প্রদানসহ ২ ও ৩ নং বিবাদীদের বরাবরে ১নং বিবাদী কর্তৃক ৩০/০৫/১৯৬১ তারিখের ৯১৯৬ নং দলিল পন্ড, ভূয়া, যোগসাজসী, মূল্যহীণ এবং তাহা বাদীগণের উপর বাধ্যকর নহে মর্মে ঘোষণার ডিক্রি প্রদান করেন।

অতঃপর উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া বর্তমান দরখাস্তকারীদের পিতা ২ নং বিবাদী দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারার বিধানমতে রিভিশনের দরখাস্ত করিলে অত্র রুলের উদ্ভব হয়।

রুলটি শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ কৌসুলী জনাব মোঃ সিরাজুল হক সঙ্গে বিজ্ঞ কৌসুলি মোঃ আশরাফুল হক রুলের স্বপক্ষে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আপীল আদালতের রায়ে নিজস্ব অভিমত ও ব্যাখ্যা ব্যতিতই নিম্ন বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি পরিবর্তন করিয়া যে তর্কিত রায় প্রদান করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্বক এবং ন্যায় বিচার ব্যাহত হইয়াছে। বিজ্ঞ আপীল আদালত বিবাদী-দরখাস্তকারীগণ যে নালিশী সম্পত্তির অংশ বিশেষে নির্মিত পুরাতন বাড়িতে ভোগ দখল করেন এবং উক্ত বাড়ি ১৯৬১ সনে খরিদকৃত তাহা

বিজ্ঞ আপীল আদালত বিবেচনায় নিতে সক্ষম না হইয়া তর্কিত রায় প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞ আপীল আদালত আপীলটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় ৩নং প্রতিবাদীর মৃত্যুতে ৯০ দিনের মধ্যে তাহার ওয়ারিশানদের কায়েমমোকাম না করার জন্য আপীলটি এ্যাবেটেড হিসাবে গণ্য হইয়াছে এ বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। বিজ্ঞ কৌসুলী আরো নিবেদন করেন যে, কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া ৪০ বছরের পুরাতন দলিল এর যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যেখানে সাক্ষ্য আইনের ৯০ ধারায় বারিত তাহাও উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞ আপীল আদালত বিবাদী-দরখাস্তকারীদের খরিদকৃত ১৯৬১ সালের মালিকানা দলিল বাদী-অপরপক্ষদের উপর কার্যকর নয় মর্মে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সাক্ষ্য আইনের চরম লঙ্ঘন। অধিকন্ত বিজ্ঞ কৌসুলী আরো নিবেদন করেন যে, অপরপক্ষদের পূর্বসুরির মালিকানার ভিত্তি ১৯৫৬/৫৭ সালে জমা আদায়ের স্বত্ব ক্রয় সংক্রান্ত দলিল। কিন্তু ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী উক্ত আইন বলবৎ হওয়ার পর আর জমা আদায়ের স্বত্ব বিক্রির কোন অবকাশ ছিল না। উল্লেখ্য যে উক্ত আইনটির কার্যকর হয় নালিশী সম্পত্তির এলাকায় ২/৭/১৯৫৬ খ্রিঃ সালে যাহার গেজেট নোটিফিকেশন নং-৪৮২৬ এল আর টু ৪৮৩৬-এল.আর প্রথম অংশ। কিন্তু কথিত দলিলদ্বয় এর জমা আদায় স্বত্ব বিক্রয় হয় ১৩/১১/১৯৫৬ এবং ২০/০৩/১৯৫৭ তারিখে তথা আইন কার্যকর হওয়ার পরে, যদিও উক্ত দলিলের সঠিকতা নিয়া ও যথেষ্ট বিতর্ক আছে যাহা স্বীকৃত বিধায় বাদী অপরপক্ষের পূর্বসুরিদের মালিকানা দলিলটি সম্পূর্ণরূপে আইনের পরিপন্থি তাহাতে বাদী অপরপক্ষদের কোন স্বত্ব অর্জিত হয় নাই; এই বিষয়টিও বিজ্ঞ আপীল আদালত যথার্থভাবে বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হইয়া

ভ্রমাত্বকভাবে তর্কিত রায় ও ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন, যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে রক্ষণীয় নহে বিধায় রদ ও রহিতও যোগ্য এবং বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি যথার্থ এবং আইনানুগ বিধায় তাহা বহাল থাকার নিবেদনসহ রুলটি চূড়ান্ত হওয়ার প্রার্থনা করেন।

অন্যদিকে, অপরপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী জনাব এ,জে, মোহাম্মদ আলী সঙ্গে বিজ্ঞ কৌসুলী বেগম রুবায়েত হোসেন এবং বিজ্ঞ কৌসুলী বেগম বিলকিস জাহান ১নং অপরপক্ষে রুলের বিরোধিতা করিয়া নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ আপীল আদালত যে রায় ও ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন তাহা যথার্থ এবং আইনানুগ। নালিশী সম্পত্তি ১ নং অপরপক্ষের পূর্বসুরী বাবু রেনু বিলাস মন্ডল খরিদসূত্রে ১৯৫৬ সাল হইতে ভোগ দখলে নিয়ত আছেন। অতঃপর রেনু বিলাস মন্ডল মৃত্যু পর তাহার ওয়ারিশান মূল মোকদ্দমায় বাদী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হন। যদিও ইতোপূর্বে তাহাদেরকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হইলে তাহা এক্সপাঞ্চ হয়। দরখাস্তকারী-বিবাদীপক্ষ যে সম্পত্তি দাবী করিতেছেন তাহা এজমালি সম্পত্তি এবং তাহা মূল মালিকদের মধ্যে ভাগ বন্টন হয় নাই, মূল মালিক রেনু বিলাসের ওয়ারিশ হিসাবে যে সম্পত্তি দরখাস্তকারীদের পূর্বসুরীদের নিকট বিক্রি হইয়াছে তাহা বিক্রেতা ওয়ারিশ হিসাবে খ্রিষ্টান আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত নহেন; বিবাদী-দরখাস্তকারীদের দাবী আইনানুগ নহে বিধায় রুলটি খারিজ যোগ্য। বিজ্ঞ কৌসুলী আরো নিবেদন করেন যে, সর্বপ্রথম খ্রিষ্টান আইন অনুযায়ী রেনু বিলাসের ত্যাজ্যবিত্ত তাহার ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে তথা ফারায়েজ অনুযায়ী অংশ বন্টন হইবে কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত না হইয়া বিবাদী-দরখাস্তকারী রেনু বিলাসের এক ওয়ারিশ এর

নিকট হইতে তাহার প্রাপ্যের অধিক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন যাহা আইনত রক্ষণীয় নহে বিধায় রুলটি খারিজযোগ্য।

দরখাস্তকারীদের দাবীর ভিত্তি হচ্ছে ১ নং বিবাদী অপরপক্ষের নিকট হইতে খরিদকৃত ০৩/০৫/১৯৬১ তারিখে ৯১৯৬ নং দলিলমূলে ০.০৩৭৫ একর সম্পত্তির মালিক দখলকার। কিন্তু বাদী বিজলী প্রভা মন্ডল এবং ৪ নং বিবাদী তাহার স্বামী রেনু বিলাস মন্ডলের ওয়ারিশ হিসাবে ১ নং বিবাদী তাহার ওয়ারিশানাসূত্রে প্রাপ্তির বেশি সম্পত্তি দরখাস্তকারী ২ ও ৩ নং বিবাদীদের বরাবরে বিক্রি করিয়াছেন। যাহা বিজ্ঞ বিচারিক আদালত বিবেচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত নিতে ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হইয়া মূল মোকদ্দমাটি খারিজের রায় ও ডিক্রি দিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞ আপীল আদালত বিষয়টি সম্মখ্য উপলব্ধি ও পর্যালোচনা পূর্বক ১ নং বিবাদী তাহার প্রাপ্তের অতিরিক্ত সম্পত্তি দরখাস্তকারী-২ ও ৩ নং বিবাদীর পূর্বসুরীদের বরাবরে বিক্রি করিয়াছেন বিধায় উক্ত দলিল বাদীপক্ষদের প্রতি কার্যকর নয় মর্মে ঘোষণা ডিক্রিসহ নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগণের প্রাপ্য ০.৯৩৭৫ একর সম্পত্তি বাবদ যে বন্টনের প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন তাহা যথার্থ এবং আইনানুগ বিধায় রিভিশনাল আদালতে তাহা হস্তক্ষেপ করা ন্যায় সঙ্গত হইবে না বলিয়া রুলটি খারিজযোগ্য।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীদের বক্তব্য শ্রবণসহ দাখিলীয় আরজী-জবাব সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনী সমূহ পর্যালোচনা করিলাম। বাদী-অপরপক্ষের আরজী দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মূল মোকদ্দমাটি বিজলী প্রভা তথা ২নং অপরপক্ষ একমাত্র বাদী হিসাবে তাহার সহোদরা জ্যোতি প্রভাকে ১ নং বিবাদী এবং তাহার উত্তরসূরী তথা

যাহাদের নিকট তাহার প্রাপ্ত অংশ বিক্রি করেন তথা মূল দরখাস্তকারী এবং তাহার স্ত্রীকে ২ ও ৩ নং বিবাদী এবং বাদীনীর স্বামী শ্রী রেনু বিলাস মন্ডলকে ৪নং বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া নালিশী সম্পত্তি পৈত্রিকসূত্রে ওয়ারিশান দাবী করিয়া তাহার প্রাপ্য .০২৮১$\frac{১}{৪}$ শতাংশের বন্টনের দাবী করেন, যেখানে তিনি মূল আরজীর ৩নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে,

‘‘১নং বাদীর (২নং অপরপক্ষ) মৌরশ পিতা-শ্রী মৃণাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উক্তরূপে কবলা খরিদা সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশ বর্ষের বহু উর্দ্ধকাল যাবৎ স্বত্ববান ও দখলকার নিযুক্ত থাকাবস্থায় পরোলক গমন করিলে তদীয় স্ত্রী মানিক লতা ভট্ট াচার্য্য, দুই পুত্র যথাক্রমে শ্রী রবিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রী জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ও চার কন্যা যথাক্রমে ইন্দু প্রভা পাল, মনি বিশ্বাস, বাদী ও ১ নং বিবাদীর ওয়ারিশ নিযুক্ত হইয়া ত্যাক্ত সম্পত্তিতে এজমালিতে স্বত্ববান ও দখলকার নিযুক্ত থাকে।’’

মূল আরজীর ৪নং অনুচ্ছেদের বক্তব্যও ছিল নিম্নরূপ-

‘‘৪। আরজীর ৩নং দফায় বর্ণিত মৃণাল ভট্টাচার্য্যের ওয়ারিশগণ যথাক্রমে স্ত্রী মানিক লতা ৪ পাই অংশে .০৩৭৫ সহঃ দুইপুত্র রবীন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকে পাই অংশে .০১৮৭ $\frac{১}{৪}$ এবং ৪ কন্যা মনিপ্রভা, জ্যোতি প্রভা(১নং বিবাদী), ইন্দুপ্রভা ও বাদিনী বিজলী প্রভা প্রত্যেকে পাই অংশে ০.০০৯৩ $\frac{৪}{৩}$ সহঃ

করিয়া সম্পত্তিতে এজমালিতে স্বত্ববান ও দখলকার নিযুক্ত থাকেন। উক্ত অবস্থায় মানিক লতা ভট্টাচার্য্য, রবিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য তদীয় সাকুল্য অংশ ৪নং বিবাদী বরাবরে বিক্রি করিয়া নালিশী সম্পত্তি নিঃস্বত্ববান হইয়াছেন। ৪ নং বিবাদী কবলা খরিদা সূত্রে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার নিযুক্ত আছেন।''

মূল আরজির ৫নং অনুচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপঃ-

''উপরোল্লেখিত মতে মনি প্রভা ও ইন্দু প্রভা ভট্টাচার্য্য নিজ নিজ অংশে স্বত্ববর্তী থাকাবস্থায় দূরবর্তী স্থানে তাহাদের বিবাহ হওয়ায় এবং বাদিনীর সহিত তাহাদের অত্যন্ত সুসম্পর্ক থাকায় ও পক্ষান্তরে ১ নং বিবাদী জ্যোতি প্রভার সহিত মনোমালিন্য বিরাজ করায় উক্ত মনি প্রভা ও ইন্দু প্রভা তাহাদের নিজ নিজ অংশের সম্পত্তি বাদিনী বরাবর দান করিয়া তাহার স্বত্ব দখলাদী বাদিনী বরাবর হস্তান্তর করিয়া তাহারা নালিশী সম্পত্তিতে নিঃস্বত্ব হইয়াছে। উল্লেখিত রূপে বাদিনী নিজ /৪পাই অংশৈর ০.০০৯৩ $\frac{৪}{৩}$ সহঃ এবং তদীয় দুই ভগ্নির হস্তান্তর মূলে প্রাপ্ত (/৪+ /৪পাই)= /৮ পাই অংশে (০.০০৯৩$\frac{১}{৪}$ + ০.০০৯৩$\frac{১}{৪}$ +০.০০৯৩$\frac{১}{৪}$)= ০.০২৮১$\frac{১}{৪}$ সহঃ সম্পত্তিতে শরীকগণের সহিত এজমালিতে স্বত্ববান ও দখলকার নিযুক্ত আছে।''

কিন্তু পরবর্তীতে ২ নং অপরপক্ষ-বাদী তাহার আরজীর বিস্তারিতভাবে সংশোধন পূর্বক নিবেদন করেন যে, ১৩/১১/১৯৫৬ এবং ২০/০৩/১৯৫৭ তারিখে ১৬৫৬৫ এবং ৬৩৫৪ নং কবলা দলিলমূলে নালিশী সম্পত্তি বাদিনীর স্বামী মূল মালিক-এর ওয়ারিশ মানিকলতা ভট্টাচার্য্য, রবিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে মালিক হন এবং তাহার ছাহামের অংশ বৃদ্ধিসহ দাবীকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ০.০২৮১$\frac{১}{৪}$ সহঃ এর পরিবর্তে ৯৩৭৫ সহঃ দাবী করেন কিন্তু তিনি তাহার সংশোধনী দরখাস্ত ওয়ারিশ সূত্রে এবং হস্তান্তর মূলে কত অংশ পাইবেন তাহা এখনও খালি তথা ফাঁকা রহিয়াছে। সার্বিক বিশ্লেষণে সংশোধনী দরখাস্তটিকে স্বাভাবিকভাবে অবলোকন করিলে দেখা যাইবে বাদী-২নং অপরপক্ষ মূল আর্জিকে যেভাবে প্রতি ছত্রে-ছত্রে, লাইনে-লাইনে সংশোধনের নিমিত্তে কাটাছেড়া করিয়াছেন তাহা জোড়া দিয়া তাহার ভাবার্থ উদ্ধার করা সচরাচর স্বাভাবিক গতিকে গতিমান করা সত্যই দুরূহ। এমতাবস্থায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের উচিৎ ছিল মূল আর্জি সংশোধনী দরখাস্তটি ফেরৎ প্রদান পূর্বক নতুন করিয়া মোকদ্দমাটি দাখিলের অনুমতি দেওয়া। বাদী-২নং অপরপক্ষের মূল আর্জির চেয়ে সংশোধনী যেমন জটিল তেমনই আকার প্রকার এবং অবস্থা ও অবস্থানের বিষয়টিকে বিতর্কিত করিয়াছে; মোট কথা কথিত সংশোধনে মূল মোকদ্দমার ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে পুনঃবিন্যাস বা পুনঃ গঠন করা হইয়াছে। দেওয়ানী কার্যবিধি আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ এর বিধান অনুযায়ী যে কোন পর্যায়ে আর্জি সংশোধনের সুযোগ রহিয়াছে কিন্তু সেই সংশোধনী যদি মূল মোকদ্দমার মূল ভিত্তিকে সম্পূর্ণভাবে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, তবে সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের সংশোধনীর

আদেশ শুধুমাত্র পক্ষদের মধ্যে বিরুপ ধারণার জন্ম দেয়না তাহা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিস্তার প্রভাব ফেলে। কিন্তু এই বিষয়টি বিজ্ঞ বিচারিক আদালত যেমন আমলে নেন নাই, তেমনই বিজ্ঞ আপীল আদালতের ও মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। বাদী-২নং অপরপক্ষ যে ব্যাপকহারে সংশোধনী প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা যে মূল মোকদ্দমার মূল ভিত্তিকে সম্পূর্ণরূপে নতুনরূপে সাজিয়েছে তাহা বিবেচনা করা উচিৎ ছিল বিজ্ঞ নিম্ন আদালতদ্বয়ের। কেন এবং কোন যুক্তিতে এত গভীর ঘটনা বিন্যাসের সংশোধন বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মঞ্জুর করিয়াছে এবং বিজ্ঞ আপীল আদালত তাহা অনুধাবন করেন নাই শুধু তাহাই নিষ্পত্তির জন্য মোকদ্দমাটি রিমান্ডে পাঠানোর উপযুক্ত কারণ ছিল।

বাদী-২নং অপরপক্ষের পরবর্তীতে দাবীকৃত খরিদকৃত মালিকানার দলিলদ্বয় যাহা প্রদর্শনী-১ এবং প্রদর্শনী-১ এর ক হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে এবং বিজ্ঞ আপীল আদালত উক্ত দলিলের উপর ভিত্তি করিয়া আপীলের রায় প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দলিল দুইটি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, দলিল দুইটি কেবলমাত্র জমা আদায়ের স্বত্ব বিক্রির কবলা যাহা ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইনের ৩ ধারার বিধান অনুযায়ী গেজেট প্রকাশের তথা আইন কার্যকর এর পরবর্তীতে সম্পাদিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিধায় কথিত দলিলমূলে বাদী-২ নং অপরপক্ষের স্বামী মূল ৪নং বিবাদী রেনু বিলাস মন্ডলের কোন স্বত্ব সামিত্ব নালিশী সম্পত্তিতে অর্জিত হয় নাই।

বাদী-২ নং অপরপক্ষ এবং পরবর্তীতে রেনু বিলাস মন্ডলের ওয়ারিশ হিসাবে পক্ষভুক্ত অন্যান্য বাদী অপরপক্ষদের আরজীর বিশ্লেষণে স্বীকৃত যে,

নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন শ্রী মৃণাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তাহার পরলোক গমণের কারণে তাহার স্ত্রী মানিক লতা ভট্টাচার্য্য, দুই পুত্র যথাক্রমে শ্রী রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রী জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, ৪ কন্যা যথাক্রমে ইন্দু প্রভা পাল, মনিবিশ্বাস, মূল বাদী বিজলী প্রভা মন্ডল এবং মূল ১ নং বিবাদী জ্যোতি প্রভা কর্মকার। যেহেতু ২ নং অপরপক্ষ-বাদিনী বিজলী প্রভা মন্ডল এর স্বামী মূল ৪ নং বিবাদী শ্রী রেনুবিলাস মন্ডলের কথিত মালিকানা দলিল যাহা প্রদর্শনী-১ ও ১-ক হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত প্রদর্শনীদ্বয় কেবলমাত্র জমা আদায়ের স্বত্ব বিক্রয় কবলা সেহেতু উক্ত দলিলের অনুবলে রেনুবিলাস এর পরবর্তী কোন ওয়ারিশান নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব অর্জন আইনত সম্ভব নহে বিধায় নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক শ্রী মৃণাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ওয়ারিশদেরই প্রাপ্য এবং তাহা কেবলমাত্র খ্রিষ্টান উত্তারাধিকারী আইন অনুযায়ী বন্টন হইতে পারে।

কিন্তু বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র ১ নং বিবাদী মৃণাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মেয়ে জ্যোতি প্রভা কর্তৃক বিক্রিত ২ ও ৩ নং বিবাদী-দরখাস্তকারীর বরাবরে ০৩/০৫/১৯৬১ তারিখের ৯১৯৬ নং কবলা দলিল বাতিল এবং বাদীগণের প্রতি কার্যকর নয় মর্মে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মোকদ্দমায় দাখিলকৃত কাগজপত্রে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনায় ও বিচার বিবেচনায় অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিয়মান হয় বিধায় মোকদ্দমাটি শ্রী মৃণাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ওয়ারিশদের খ্রিষ্টান উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কে কি পাইতে পারেন বা কাহার কত অংশ তাহা বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিষ্পত্তির

স্বার্থে বিজ্ঞ আপীল আদালতে রিমান্ডে প্রেরণ করা সমীচীন হইবে বলিয়া আমাদের অভিমত।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা, পর্যালোচনা এবং দিকনির্দেশনার আলোকে রুলটি বিনা খরচায় চূড়ান্ত করা হইল এবং বিজ্ঞ আপীল আদালতের রায় ও ডিক্রি রদ ও রহিত পূর্বক উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে আপীলটি নিষ্পত্তির জন্য বিজ্ঞ নিম্ন আপীল আদালতে রিমান্ডে প্রেরণ করা হইল।

রায়ের কপিসহ নিম্ন আদালতের নথি যথাশ্রীঘ্রই ফেরত পাঠান হউক।

বিচারপতি শরীফ উদ্দিন চাকলাদারঃ

আমি একমত।